59

09 MAY 1997

তারিখ 09 MAR 1997
পৃষ্ঠা: 7 কলাম 5

দৈনিক ইত্তেফাক

জুলাইয়ে ডাকসু নির্বাচন ॥ ছাত্র সংগঠনগুলি সরগরম

আনোয়ার আলদীন ॥ আগামী জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ২রা আগষ্ট হইতে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষা শুরুর পূর্বেই কর্তৃপক্ষ এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এ, কে আজাদ চৌধুরী গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাতে ইত্তেফাককে এই উদ্যোগের কথা জানাইয়া বলেন, ডাকসু ভাঙ্গিয়া দেওয়ার বিষয়টি এখন আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। কারণ সিণ্ডিকেটকে অগ্রাহ্য করার অধিকার আমাদের নাই।

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

জুলাইয়ে ডাকসু

(১ম পৃঃ পর)

ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি ও ডাকসু বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী রবিবার ক্যাম্পাসে সকল ছাত্র সংগঠনের নেতাদের এক বৈঠক আহ্বান করিয়াছে।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত আরিফ হোসেন তাজ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট গত ২৮শে এপ্রিল ৭ বছরের নিষ্ক্রিয় ডাকসু বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর হইতে ক্যাম্পাসে ডাকসু নিয়া সরগরম অবস্থা বিরাজ করিতেছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন শিঘ্রই ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবীতে মিছিল-সমাবেশ করিতেছে। ক্যাম্পাসে অনেকটা স্থবির ছাত্র-রাজনীতিতে অকস্মাৎ 'জোয়ার' সৃষ্টি হইয়াছে। কোন ছাত্র সংগঠন হইতে কোন্ নেতা কোন্ পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারেন সম্ভাব্য নাম নিয়া সংগঠনের কর্মীরা আলোচনামুখর। তবে ছাত্রদল ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে বর্তমান ডাকসু ভাঙ্গিয়া দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করিতেছে। ছাত্রদল নেতারা বলিয়াছেন ক্যাম্পাসে ও হলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ডাকসু নির্বাচন দিতে হইবে।

উল্লেখ্য, ৭ বছর পূর্বে ১৯৯০ সালের ৬ই জুন সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমান ডাকসুর ২০ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২ জন বাদে কাহারও ছাত্রত্ব নাই। ইতিপূর্বে ৩ দফা ডাকসুর নির্বাচনের উদ্যোগ নেওয়া হইলেও একটি ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসের মুখে উহা হইতে পারে নাই।

তাজ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে সিণ্ডিকেট গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়, বর্তমান ডাকসু ও হল সংসদসমূহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। ডাকসু ও হল সংসদ সম্পর্কিত নীতিমালা সংশোধন করা হইবে যাহাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক বছরের বেশী কার্যকরিতা থাকিবে না। নিয়মিত ছাত্রদের ছাড়া ডাকসু ও হল সংসদে অন্য কাহাকেও নির্বাচন করিতে দেওয়া হইবে না।

সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকিলে ডাকসু নিয়মিত হইবে। অছাত্ররা ছাত্রদের 'নেতা' হইতে পারিবে না। ক্যাম্পাস সন্ত্রাসের কালো থাবা হইতে অনেকাংশে মুক্তি পাইবে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, বর্তমান ডাকসু এখন মৃত। সিণ্ডিকেট উহার 'ডেথ সার্টিফিকেট' দিয়াছে।

ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী বলেন, আমরা ডাকসু নির্বাচনের জন্য অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষার ব্যাঘাত ঘটাইতে চাই না। তিনি বলেন, আগামী ৩১শে মে হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষে জুলাইতে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।